BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY , DHANBAD

বিনোদবিহারী মাহাতো কোয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ , ঝাড়খন্ড

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph. D DEGREE

TITLE

SYED MUSTAFA SIRAJER KATHA SAHITYA MURSHIDABADER LOKJIBON CHARCHA

(সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে মুর্শিদাবাদের লোকজীবন চর্চা)

NAME OF THE CANDIDATE

SUJIT DAS

DEPARTMENT OF BENGALI , BBMKU , DHANBAD

2020

মুখবন্ধ

আমরা জানি যে এর আগে বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিকদের উপন্যাস বা ছোটগল্প বা কবিতায় লোকউপাদান কতখানি রয়েছে বা কোন অঞ্চলের লোকসাহিত্য বা মানবজীবন কতটা ফুটে উঠেছে এ বিষয়ে নানান কাজ হয়েছে। তবে আমাদের মনে হয় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে মুর্শিদাবাদের লোকজীবন যেভাবে ফুটে উঠেছে তা এর আগে কোনো গবেষক আলোকপাত করেন নি। সেই অর্থে বলা যায় আমাদের গবেষণাকর্মটি একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদের লোকজীবনকে জানতে সাহায্য করবে ঠিক তেমনই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রচনার স্বকীয়তা বা তাঁর অন্য আর এক দিককে নতুন করে জানতে সাহায্য করবে। তাই আমাদের এই গবেষণা একটু ভিন্ন ধরনের বা বলা যায় অন্য স্বাদের। গবেষণার এই কাজটি করার জন্য প্রথমে বিভাগীয় প্রধানের সাথে কথা বলেছি এবং তারপর অন্যান্য স্যারদের সাথে কথা বলে বিষয়টি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি। সকলের পরামর্শই আমাকে ভীষণভাবে সমৃদ্ধ করেছে। **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে মুর্শিদাবাদের লোকজীবন চর্চা** - এই শিরোনামে যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে ড. সত্যম চ্যাটার্জির তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে অনুমতি দেন তবে আমি বাধিত থাকব।

তারিখ -

গবেষকের স্বাক্ষর

ভূমিকা

(INTRODUCTION)

আমরা সকলেই জানি যে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বা একটি গোষ্ঠী থেকে অন্য একটি গোষ্ঠীতে মানুষের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা হস্তান্তরিত হয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমেই মানুষ নানান নতুন জিনিস সৃষ্টি করে থাকে। লোকসাহিত্যের যতগুলি উপ-বর্গ রয়েছে তার মধ্যে প্রবাদ, প্রবচন,ছড়া, ধাঁধা, গীতিকা ও নানান লোককথা রয়েছে। যার মাধ্যমে আমরা একটি নির্দিস্ট স্থানের মানুষের মানসিকতাকে , তাদেরকে তাদের বিশ্বাসকে, তাদের অভিজ্ঞতাকে, তাঁদের আচার-আচরণকে জানতে পারি। আমার এই গবেষণা কর্মটিতে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো কিভাবে লোকসাহিত্যের উপ-বর্গগুলি মুর্শিদাবাদের জনজীবনকে বা তাদের ইতিহাসকে জানতে সাহায্য করছে। বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিজের রচনার গুণেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা তাঁর রচনার এই বিশেষ দিকটিকে অর্থাৎ লোকজীবন চর্চার ধরনকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আমার অন্যতম প্রিয় লেখক তাই তাকে নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের ছিলই। এখানে আমরা চেষ্টা করব তাঁর রচনার এই মৌলিক বিষয়টি কে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা এবং স্তরে স্তরে পাঠক কে জানানো যে কিভাবে এর মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট এলাকার জনজীবন ও তাঁদের ইতিহাস ধরা পড়েছে। স্তরে স্তরে আলোচনার মাধ্যমে আমরা গবেষণা কর্মটিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (**Summary of Research Work)**

Tools:

1. Overview of Research
2. Research design
3. Methods of Data Collection (Primary data & Secondary data)
4. Data preparation
5. Sampling Methods (Random sampling, Systematic sampling etc.)
6. Processing and analysis of Data
7. Multivariate Analysis
8. Reliability and Validity (About the content and information)
9. Interpretation and report writing.

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি

'Research Methodology : Analytical Research'

1. সমস্যা অনুসন্ধান (Problems to be Investigated)
2. গবেষণার লক্ষ্য (Objective of the Research work)
3. অনুমান (Hypotheses)
4. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Perspective)
5. তাৎপর্য (Significance)

(Title of the Research)

SYED MUSTAFA SIRAJER KATHA SAHITYA MURSHIDABADER LOKJIBON CHARCHA

বিষয় শিরোনাম

(সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে মুর্শিদাবাদের লোকজীবন চর্চা)

সমস্যা অনুসন্ধান (Problems to be Investigated)

একথা ঠিক যে কোনো গবেষণা কর্মের শুরুতেই তার সমস্যা কি তা বিশেষভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা আমাদের এই গবেষণা কর্মে প্রথমে সমস্যা কি তা জেনে নিয়ে, সেই সমস্যার সমাধানের জন্য কি পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত তা নিয়ে বিশেষভাবে পরিকল্পনা করব। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রচনায় লোকজীবন চর্চা কিভাবে ফুটে উঠেছে তা জানতে হলে লোকাভরণ শৈলী সম্পর্কে আমাদের ধারণার প্রয়োজন, তাহলে হয়তো আমাদের উদ্দেশ্যটা খানিকটা সফল হবে বলে আমরা মনে করি। কারণ যদি প্রথমে আমরা লিখিত রূপে সমস্যাকে সাজিয়ে না নি তাহলে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে একথাও ঠিক গবেষণার শুরুতেই সব সমস্যা বোঝা সম্ভব নয়, সময়ের সাথে সাথে কাজ করতে করতে নতুন সমস্যার মুখোমুখি হলে তবেই বোঝা যাবে তার সমাধান কি করে করা সম্ভব।

গবেষণার লক্ষ্য (Objective of the Research work)

এখানে আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রচনার হাত ধরে মুর্শিদাবাদের লোক জীবনকে ও তার ইতিহাস কে জানার চেষ্টা করা। শুধু সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে যেমন একটা নির্দিষ্ট স্থানের মানুষের সব কিছু জানা সম্ভব নয়, তাই আমরা এই লোক জীবন চর্চার ইতিহাস জানার মাধ্যমে একটি জনজাতির নির্দিষ্ট দিককে জানার চেষ্টা করবো। আমাদের মনে হয় বাংলা সাহিত্যে এ নিয়ে এখনো গবেষণা হয়নি, এখনো এই দিকটি আলোচনার বাইরে থেকে গেছে।

অনুমান (Hypotheses)

বিশ শতকের ষাটের দশকে মুর্শিদাবাদ তৎসংলগ্ন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ও নরনারীর গ্রামীণ জীবনের বাস্তব রূপকে, তাঁদের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মৌলিক দৃষ্টিতে তাঁর রচনার মাধ্যমে আলাদাভাবে ধরা সম্ভব।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Perspective)

প্রত্যেক গবেষকের গবেষণা কর্ম নির্ভর করে তথ্যের উপর। আমরা আমাদের গবেষণাকর্মে চেষ্টা করব তথ্যনির্ভর গবেষণা করতে। তথ্যনির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আমরা যে কথা আগে বলা হয়নি তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো আমাদের এই গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্যই হলো মুস্তাফা সিরাজের রচনার নতুন দিককে তুলে ধরা, নতুন আঙ্গিককে পাঠকের সামনে মেলে ধরা এবং তাঁর রচনার এই দিকটি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা।

তাৎপর্য (Significance)

সমাজ ও সাহিত্যের বাস্তবচিত্র রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদের লোকজীবনকে জানা বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ একজন সাহিত্যিকের হাত ধরে কোনো জনজীবনকে যেভাবে জানা সম্ভব হয়, তা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

TENTATIVE CHAPTERISATION

সুচিপত্র (Contents)

ভূমিকা (Introduction)

প্রথম অধ্যায় (First Chapter) : মুর্শিদাবাদের লোকজীবন : স্বরূপ ও সন্ধান

দ্বিতীয় অধ্যায় (Second Chapter) : কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর বিশেষত্ব

তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter) : নিম্ন-মধ্যবিত্ত বর্গের মানুষের জীবনচিত্রের আলোকে মুস্তাফা সিরাজের ভাবনার মৌলিকতা (প্রসঙ্গ মুর্শিদাবাদ)

চতুর্থ অধ্যায় (Fourth Chapter) : মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে মুর্শিদাবাদের লোকবিশ্বাস

পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter) : মুস্তাফা সিরাজের রচনায় মুর্শিদাবাদের লোকগীতির নানান রূপ

ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter) : মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রীতি : ভাবনার বিশেষত্ব

সপ্তম অধ্যায় (Seventh Chapter) : মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে ছড়া ও প্রবাদ প্রবচন

অষ্টম অধ্যায় (Eighth Chapter) : মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে মুর্শিদাবাদের লোকভাষা

:

উপসংহার (Conclusion)

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

তথ্যপঞ্জি (Notes and References)

প্রথম অধ্যায়ঃ লোকজীবন : স্বরুপ ও সন্ধান

বিশ শতকের ষাটের দশকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আবির্ভাব হলেও কথাসাহিত্য বা প্রবন্ধ   রচনায় তাঁর অভিজ্ঞতা ,অধ্যয়ন ও জীবন দর্শনের ফসলকে আমরা পাই।মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও আবাল্য তিনি পেয়েছেন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ যা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে । তবে লেখক মুর্শিদাবাদ তৎসংলগ্ন অঞ্চলের প্রকৃতি ও নরনারীর জীবনের বাস্তব রূপকেই কথাসাহিত্য মেলে ধরেছেন।

গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ,আচার-ব্যবহার,সুগতি-দুর্গতির বাস্তব চিত্রের রূপায়নই লোক জীবনের মূল উপজীব্য বিষয় ।তবে লোকজীবনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার যে,উচ্চবর্গের মানুষদের প্রতি প্রাধান্য না দিয়ে নিম্নবর্গের মানুষদের সুখদুঃখ ,সুগতি দুর্গতির ও অভাব অভিযোগের প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও সমবেদনা কথাসাহিত্যের বিষয়ীভূত হয় তখনই আমরা লোকজীবনাশ্রিত কথাসাহিত্য বলে গণ্য করতে পারি। এই অধ্যায় সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর বিশেষত্ব

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কিশোরদের জন্য যেমন রহস্যমূলক বা অন্য স্বাদের গল্প লিখেছেন,তেমনি সাধারণ পাঠকদের জন্য উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস গুলি যথাক্রমে ‘জুয়াড়ি’, ‘প্যাটলার’, ‘বসন্তের বিকেলে ঘুমঘুমির মাঠে’,‘গোঘ্ন’,‘কালবীজ’ এবং ‘মায়ামৃদঙ্গ’, ‘তৃণভুমি’, ‘হিজলকন্যা’ ‘প্রেমের প্রথম পাঠ’ ইত্যাদি।তাঁর গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রগুলি একদিকে নানান প্রবৃত্তির(হিংস্রতা,যৌনতা) শিকার, অন্যদিকে সেখানে নগর জীবনের তুলনায় বেশী গুরুত্ব পেয়েছে গ্রামীণ জীবন । এখানে আমরা তাঁর রচনার ধারার বিশেষত্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করব ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নিম্ন–মধ্যবিত্ত বর্গের মানুষের জীবনচিত্রের আলোকে মুস্তাফা সিরাজের ভাবনার মৌলিকতা (প্রসঙ্গ মুর্শিদাবাদ)

মধ্যবিত্ত মানুষের হৃদয়হীনতার সঙ্গে নিম্নবিত্ত মানুষের দুর্গতিকে কে তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন।'গোঘ্ন' গল্পে কসাই দিলজানের নীচ মানসিকতাকে আমরা যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি 'সাজ ভেসে গেছে' গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের যাবতীয় সামগ্রী বন্যায় ভেসে যাওয়ার ফলে তাদের করুণ অবস্থাকে।'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে ওস্তাদ ঝাঁকসার করুণ অবস্থার পরিচয় পাই।এই অধ্যায়ে আমরা মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জীবনচিত্র সম্পর্কে তাঁর ভাবনার মৌলিকতাকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করব ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে লোকবিশ্বাস

'সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বসন্তের বিকেলে ঘুমঘুমির মাঠে' গল্পে দেখা যায় – 'তাছাড়া কেউ কেউ লোক বিশ্বাসের প্রতি মর্যাদাপরায়ন।'আবার 'তৃণভুমি' উপন্যাসে হিজল বিলেও আমরা লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাই। এরকম বহু লোক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মুস্তাফা সিরাজের রচনায় লোকগীতির নানান রূপ

বর্তমান সময়ের মত তৎকালীন সময়ে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে জুয়া খেলা ও চোরা কারবার চলত তা লেখক তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন।যেমন' জুয়াড়ি' ও 'প্যাটলার' গল্প দুটি তাঁর নিদর্শন । তাছাড়া 'মায়ামৃদঙ্গ' এবং 'তৃণভুমি' উপন্যাসে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত অঞ্চলের পরিচয় পাই।মুর্শিদাবাদের সীমান্ত অঞ্চল তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে কতখানি প্রভাব ফেলেছে সে দিকটিও বিশেষভাবে আলোকপাত করতে চাই । মুস্তাফা সিরাজ তার "নিলয় না জানি" উপন্যাসের শুরুতেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন স্বামী ফকির' ও আব্দুল্লাহ মদন চাঁদ-এর সঙ্গে । আত্মপ্রত্যয়ী এই মানুষ দুটি আমাদের তাঁর বাউল গানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে –

" রাম কি রহিম কালুল্লা কালা

বসে আছেন সাঁই উজালা

যারে মা ফতেমা বলী

তিনিই হলেন দূর্গাকালী

তারই পুত্র হাসান হোসেন গো

যেন কার্তিক গনেশ দুভায়েতে মদিনায় করেন খেলা

রাম কি রহিম করিম কালুল্লা কালা" ।[1]

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রীতি : ভাবনার বিশেষত্ব

বাংলা ছোটগল্পে মুসলিম সমাজের কথা উঠে এসেছে আবুল ফজলের ('মা', 'পরিণাম',' শরীফ') নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ('রস', 'তালাক') গল্পে। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে যেমন এসেছে তেমনি বিপুল ভাবে এসেছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে। মুর্শিদাবাদের হিজল অঞ্চলের অন্ত্যজ হিন্দু- মুসলিম সমাজের কথা বারবার উঠে এসেছে তাঁর রচনায়।সিরাজ এখানে নিজেকে আলাদা করে নিলেন অন্ত্যজ বাঙালি মুসলমানকে আমাদের সাহিত্যে নিয়ে এসে। হ্যাঁ, স্বাধীনতার পরে এই বাংলাব সিরাজই প্রথম অর্গল খুলে দিলেন। তার আগে সেইভাবে কিছু ছিল না। দেশভাগের পর ওপার বাংলায় বাঙালি মুসলমান তার আত্মপরিচয় লিখেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রভৃতিরা। এই বাংলায় আরম্ভ করলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।" । অন্যান্য রচনাকে অবলম্বন করে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই ।

সপ্তম অধ্যায়ঃ মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে ছড়া ও প্রবাদ প্রবচন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর গল্পে হিন্দু ও মুসলিম বন্ধনকে এক নিবিড় সূত্রে যেমন মেলে ধরেছেন তেমনি সেখানে নানান চরিত্রের মুখে ধরা পড়েছে নানান ছড়া , প্রবাদ ও প্রবচনের ব্যবহার ।এর মাধ্যমে আমরা একটা নির্দিস্ট জনজীবনের রেওয়াজ,রীতিনীতি বা তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাই । এই অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করতে চাই ।

---

[1] **নিলয় না জানি – নিতাই বসু সম্পাদিত – পৃষ্ঠা – ৩০১ ।**

অষ্টম অধ্যায় : মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে লোকভাষা

মুস্তাফা সিরাজ তাঁর কথাসাহিত্য ছড়া এবং প্রবাদ যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা তাঁর রচনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।লোকাভরণ শৈলীর যে ব্যবহার তিনি করেছেন তা তাঁর ‘তৃণভুমি’ উপন্যাসে ঝুমরির কথাতে ও ছড়াতে নিদর্শন পাই। যেমন ‘রানীর ঘাটের বৃত্তান্ত’ গল্পে ফালতু নামক চরিত্রের কণ্ঠে মায়ের মৃত্যুর স্মৃতি চারণায় ছড়ার ব্যবহার দেখা যায়। আবার মুস্তাফা সিরাজের বিভিন্ন গল্প এবং উপন্যাসে প্রবাদ-প্রবচনেরও পরিচয় পাই। উপন্যাস বা গল্প ধরে এই বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সাধরণত বাংলা লোককথা ,লোকগাথা,ছেলে ভুলানো ছড়া প্রভৃতি রচনার মধ্য লোকভাষার পরিচয় আমরা পাই। প্রসঙ্গত তাঁর “নিলয় না জানি” উপন্যাসের একটি উক্তির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে – “ লেখক এর ভাষায় - চমকে উঠলুম । বাগান পাড়ার গলি ব্যাপারটা কি -- এলাকার সবাই জানে । জগড়া ঝাটি তে কথাটা ব্যবহার করা হয় । সদর শহরে পতিতালয়ের নাম বাগানপাড়া গলি । “[2] তবে এই লোকভাষা হল পুরোপুরি গ্রামীণ ভাষা ,যা নাগরিক ,মার্জিত বা পরিশীলিত নয়।মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস ও গল্পে মুর্শিদাবাদের মানুষের লোকভাষার যে বৈচিত্র্যতার বহু নিদর্শন পাই। এ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ যে জীবনকে তাঁর কথাসাহিত্য বাস্তবনিষ্ঠ করে এঁকেছেন,তা তাঁর চোখে দেখা প্রত্যক্ষ জগৎ।মানুষকে তিনি এঁকেছেন, মানুষ যেমনটি ঠিক তেমন করে।তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে মাটির সোঁদা গন্ধ,যা যথ্যথভাবে ভাষা ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

---

[2] **নিলয় না জানি – নিতাই বসু সম্পাদিত – পৃষ্ঠা – ৩৬৮ ।**

উপসংহার

আমরা দেখেছি যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর মধ্যে এক ধরনের ভবঘুরে প্রবণতা ছিল খুব কম বয়স থেকেই। তিনি সারাজীবন গ্রাম বাংলার প্রকৃতির ভেতর হারিয়ে যেতে পছন্দ করতেন। রাঢ় বাংলার যে নিসর্গ আশ্চর্য মায়াময় ভঙ্গি তা তাঁর রচনায় আমরা দেখতে পাই। যে কারণে নিজের সমসাময়িক অন্য সাহিত্যিকদের থেকে তিনি এক ভিন্ন ঘরানা তৈরি করতে পেরেছিলেন। তিনি বেড়ে উঠেছেন খাল-বিল মাঠ এবং নদীর কূলে। প্রথম যৌবনে তিনি আলকাপ নামক নাট্য দলে যোগ দিয়েছিলেন, ফলে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন জেলায় জেলায়। এর ফলে তিনি মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সুযোগ তাঁর জীবনে অনেক নতুন অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল, যে অভিজ্ঞতা আমরা তাঁর নানান উপন্যাস ও গল্পে খুঁজে পাই। যেহেতু তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাই তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা অন্য সাহিত্যিকদের থেকে একটু অন্যরকম। আমরা দেখেছি যে সুযোগ পেলেই তিনি চলে যেতেন মুর্শিদাবাদের গ্রামে। কারণ তার মন পড়ে থাকত প্রকৃতির মায়াভরা রাঢ় বাংলার কোলে। তাই মাঠে-ঘাটে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন তিনি। যার ছবি ও অভিজ্ঞতা আমরা তাঁর গল্প-উপন্যাসে পাই। এখানে সেই লোক জীবনের ছবিকে আমরা মেলে ধরার চেষ্টা করব। পরিশেষে আমরা তার ব্যবহৃত লোক ভাষার একটি উদাহরণ দিতে চাই। তৃণভুমি উপন্যাসে তিনি লিখছেন ... " আমার বাপের দ্যাশ এটা সাহেববাবু ,এট্টুকুন থেকে বিলটাতে চলে-ফিরে বড় হল্যাম। কেউ কখনো মানা করেনি, করবে ক্যান ? এটা ভগমানের জায়গা "।[3]

---

[3] **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ- তৃণভূমি উপন্যাস – পৃষ্ঠা - ২০৬**

তথ্যপঞ্জি

১। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ - নিলয় না জানি – নিতাই বসু সম্পাদিত –পুনশ্চ- পৃষ্ঠা – ৩০১

২। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ - নিলয় না জানি – নিতাই বসু সম্পাদিত –পুনশ্চ- পৃষ্ঠা – ৩৬৮

৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ - তৃণভূমি –করুণা- পৃষ্ঠা – ২০৬

-: গ্রন্থপঞ্জি:-

আকরগ্রন্থ

১। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : গল্প সমগ্র ১,করুণা প্রকাশনী ;প্রথম প্রকাশ ;১৩৬৬

২। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : গল্প সমগ্র ২,করুণা প্রকাশনী ;প্রথম প্রকাশ ;১৩৬৬

৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : গল্পমালা ৩,করুণা প্রকাশনী ;প্রথম প্রকাশ ;১৩৭১

৪। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : সেরা ৫০টি গল্প ,দে'জ পাবলিশিং,দ্বিতীয় সংস্করণ ,২০১৬

৫।সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : উপন্যাস সমগ্র ১ ,দে'জ পাবলিশিং,প্রথম সংস্করণ ,২০১৯

৬।সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : উপন্যাস সমগ্র ২,দে'জ পাবলিশিং,প্রথম সংস্করণ ,২০১৯

৭। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : উপন্যাস সমগ্র ৩,দে'জ পাবলিশিং,প্রথম সংস্করণ ,২০১৯

সহায়ক গ্রন্থ

১। চূড়ামণি হাটি : লোকসংস্কৃতির দিকদিগন্ত,গ্রন্থ বিকাশ,প্রথম সংস্করণ ,২০০৯

২। জাহিরুল হাসান : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ , পূর্বা প্রকাশনী,প্রথম সংস্করণ ,২০১৮

৩। বরুণকুমার চক্রবর্তী ,বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,পুস্তক বিপণি,সপ্তম সংস্করণ,২০১২

৪। বরুণ কুমার চক্রবর্তী - বাংলার লোকক্রীড়া – ২০০১

৫। বরুণ কুমার চক্রবর্তী - লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার তৃতীয় সংস্করণ ২০১১

৬। সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়ের - প্রসঙ্গ আদিবাসী- অফবিট পাবলিকেশন- কোলকাতা ৮৯

Web sites (URL details)

https://www.kaliokalam.com/%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A7%9F%E0%A6%A6-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AB%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%93-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%98%E0%A7%8D/

Date of access: 05-08-2020

https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/syed-mustafa-siraj-was-ustad-of-alkap-group

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/

Date of access: 03-09-2020